সামাজিক উপন্যাস

যে উপন্যাসে সামাজিক জীবনের বিবরণ, বিশ্লেষণ তথা সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি প্রাধান্য পায় তাকে সামাজিক উপন্যাস বলে। 'A Glossary of Literary Terms'-এ M H Abraham সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'The sociological novel emphasizes the influence of social and economic conditions on characters and events.' অর্থাৎ আব্রাহামের মতে সামাজিক উপন্যাসের মূল উপজীব্য হল সাধারণ মানুষ কীভাবে সমকালীন সামাজ এবং অর্থনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এখন ভারতবর্ষের মতো বহুস্তরীয় সমাজে বিবিধ সামাজিক সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, ব্রাহ্মন্যবাদ, জাতি ও ধর্মগত বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতা ইত্যাদি প্রায়শই উপমহাদেশের সামাজিক গঠনকে নষ্ট করে। বহুমানুষের নৈমিত্তিক যাপন এইসব সমস্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বহু মানুষ প্রজন্মান্তরেও সামাজিক বিভেদের কারণে ভুগতে থাকেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিবিধ সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের কারণে এইসব বিষয় অনেক বেশি আলোচিত হতে শুরু করে। শিক্ষিত

মানুষ সামাজিক সমস্যা নিয়ে সচেতন হতে শুরু করেন। সহানুভূতিশীল লেখকরাও বিবিধ সামাজিক সমস্যাগুলিকে তাঁদের লেখার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করতে থাকেন। ফলে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই সামাজিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলাভাষায় লেখা সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' ও 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বৈশিষ্ট্য:

১। সামাজিক উপন্যাসে লেখক কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের সমাজ-জীবনের চিত্র তুলে ধরেন।

২। সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি এতে গুরুত্ব পায়। লেখক ঐ সমস্যাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই উপন্যাসটি লেখেন।

৩। এই ধরনের উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, সংকট এবং পরিণতি সমাজের প্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই যেকোনো সামাজিক সমস্যাই তাকে প্রভাবিত করে। এই সমস্যা তাকে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত বা পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, সেটাই সাধারণত সামাজিক উপন্যাসের আলোচ্য।

৪। সামাজিক উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লেখকের অবস্থান। সব সামাজিক সমস্যারই একটি ইতিবাচক এবং একটি নেতিবাচক দিক থাকে। কেউ সমস্যাটির পক্ষে দাঁড়ান, কেউ বিপক্ষে। এখন লেখক কোন পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন সেটি তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন না। ফলে তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পাওয়া যায়।

একটি উদাহরণঃ

শরৎচন্দ্রের সমাজসমস্যামূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পল্লীসমাজ' উল্লেখযোগ্য। সনাতন হিন্দুসমাজের নীতি ও আদর্শের আড়ালে যে দলাদলি, নীচতা, ও কাপুরষতা, তা সমগ্র সমাজকে কীভাবে বিষিয়ে দিয়েছে তার বাস্তব চিত্র পল্লীসমাজে পাওয়া যায়। যেসব নীতি ও আদর্শে দ্বারা সমাজ চালিত হলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুন্দর হতে পারতো, উপন্যাসে দেখা যায় সেগুলির কোনো মূল্য নেই। তার বদলে জাঁকিয়ে বসেছে অসুস্থ সংস্কার, ধর্মাচার এবং স্বার্থপর সমাজপ্রভুদের একচেটিয়া ক্ষমতা দখলের বাসনা। এই উপন্যাসে উপজীব্য একদিকে রমেশের গ্রামের উন্নয়ন নিয়ে সচেষ্ট পরিকল্পনা, গ্রামের দরিদ্র মানুষ ও জ্যাঠাইমার আদর্শের জগৎ, আর অন্যদিকে ষড়যন্ত্রী মাতব্বর বেণী-গোবিন্দদের স্বার্থপরতা ও শয়তানি। আদর্শবাদী রমেশ গ্রামে ফিরে এসে গ্রামের উন্নয়নে পরিকল্পনা করলে জ্ঞাতিশত্রু বেণী ঘোষাল ও অন্যান্য মাতব্বরদের ঘৃণ্য চক্রান্তের স্বীকার হয়। রমেশ প্রতিপদে উপলব্ধি করে শুধু অর্থ বা ইচ্ছে থাকলেই সাধারণ নিরন্ন মানুষের উন্নতি করা যায় না। কারণ যাদের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই সাধারণ মানুষই নিজেদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা

এতোটাই দরিদ্র এবং অর্থের কাঙাল যে সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। দুমুঠো অর্থের বিনিময়ে সমাজপ্রভুরা তাদের খরিদ করে করেছে। চাইলেই ভয় দেখিয়ে যে কারুর জমি কেড়ে নেওয়া যায়, একঘরে করে দেওয়া যায় প্রতিবাদীকে। ফলে গোটা উপন্যাস জুড়ে রমেশ ক্রমাগত ব্যর্থ হতে থাকে। শেষে ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হয়ে তাকে জেলেও যেতে হয়। উপন্যাসের উপসংহারে রমেশের মুক্তির মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র একধরনের আশার আলো দেখালেও, জ্যাঠাইমা এবং রমার কাশীপ্রবাস বুঝিয়ে দেয় পল্লীর চালচিত্র বিন্দুমাত্র পালটায়নি। গ্রামের সামাজিক সংকট যে তিমিরে ছিল ছিল সে তিমিরেই আছে। যেহেতু গ্রামীন সমাজের সংকীর্নতা ও চক্রান্ত উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তাই পল্লীসমাজকে যথার্থ সামাজিক উপন্যাস হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

রাহুল...